দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JUN 1997
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ২

14

শিক্ষকদের প্রতি এ কেমন আচরণ!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনী গতকাল বুধবার সারা দেশ থেকে আগত শত শত শিক্ষকের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে। নিরাপত্তার নামে তারা ওসমানী মিলনায়তনে শিক্ষকদের আটকে রাখে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। স্বল্প পরিসরে শ্বাসরুদ্ধকর গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশে শিশুদেরও এই সময়ে আটকে থাকতে হয়। অনেক চিৎকার কান্নাকাটি এবং অনুরোধ করেও মিলনায়তনের বন্ধ দরজা খোলা যায়নি। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শিক্ষকরা ওসমানী মিলনায়তনে এসেছিলেন।

অনুষ্ঠানে শেষ হয় সোয়া ১১টায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শত শত শিক্ষক তাঁদের জন্য আয়োজিত আপ্যায়নে অংশ নেয়ার উদ্দেশে মিলনায়তনের আপ্যায়ন কক্ষে গিয়েই ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। নিচে নেমে সবাই দেখেন মিলনায়তনের মূল গেট বন্ধ। মূল মিলনায়তন থেকেও সবাই বেরিয়ে এসেছেন। আপ্যায়ন শেষে সবাই জড়ো হচ্ছেন মূল মিলনায়তনের সামনে স্বল্প পরিসরের জায়গাটুকুতে। সেখানে মিলনায়তনের শীতাতপ ব্যবস্থাও কার্যকর ছিল না। ক্রমশ এই স্থানের বাতাস গরম হতে থাকে। অনুষ্ঠানে আগত শিশুরা বন্ধ বাতাসে অস্থির হয়ে ওঠে। এরা এসেছিল পুরস্কার নিতে। গেটে দণ্ডায়মান মিলনায়তনের গার্ডকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও গেট খুলে দেয়নি। তাদের এক কথা মেজর সাহেবের নিষেধ। প্রধানমন্ত্রী মিলনায়তন ত্যাগ না করলে গেট খোলা যাবে না ভিতরে যাই ঘটুক। অবস্থা বোঝানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট কাউকে আশপাশে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিলনায়তনের বিশ্রাম কক্ষে অবস্থানকারী প্রধানমন্ত্রী জানতে পারেননি শত শত শিক্ষকের এই অসহনীয় দুর্ভোগের কথা। তিনি শুনতে পাননি তাঁকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের বিরক্তিকর

(১৫ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষকদের প্রতি

(প্রথম পাতার পর)

শব্দক্ষেপণ। ১১-৫৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মিলনায়তন ত্যাগ করলে গেট খুলে দেয়া হয়। তখন বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বন্ধ পরিস্থিতিতে যারা অসহ্য হয়ে উঠেছিল তারা নেমে গেলেন বৃষ্টিতেই। বাকিরা আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে তবে ঘরে ফিরেন।